Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 411 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 411 - 415
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা উপন্যাসে নগরজীবনে পারিবারিক কাঠামো : প্রসঙ্গ সত্তর দশক

জয়দেব ব্যানার্জী
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : joydevbanerjee15@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword

Abstract

Discussion

সভ্যতা বিকাশের সূচনাপর্ব থেকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদায় মানুষ জোটবদ্ধ হয়। একক মানুষ আপন নিরাপত্তার জন্য তৈরি করে দল, যা পরবর্তীকালে গোষ্ঠীজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পরিবারের আকার ধারণ করে। সমাজের মৌলিক কাঠামো রূপে এই পরিবার সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সুনির্দিষ্ট একটি পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্তি বিধান করা ছিল মানুষের অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান পরিচয়। এই অস্তিত্বের স্বরূপ বা মূল কাঠামোটি নির্মিত হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে – যারা আন্তঃসম্পর্কে পারস্পারিক ভাবে জড়িত। জৈবিকতার ভিত্তিতে একজন বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে যে পরিবার গঠন করে, তাতে যুক্ত হয়ে যায় আরো অনেক সদস্য। যুগে যুগে এই কাঠামোর স্বরূপ বদলেছে, কিন্তু মূল বিষয়টি অক্ষত রেয় গেছে।

সুবৃহৎ ভারতবর্ষে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়রা সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত থেকে জীবনযাপন করে। ধ্রুপদী ভারতীয় চিন্তাধারায় পারিবারিক কাঠামো বলতে যৌথ বা বর্ধিত পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিবারের সদস্যদের একত্রীভবনকে বোঝায়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পারিবারিক কাঠামোর এই বলয় অতি সুপরিচিত এবং প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, সংস্কৃতি, সামাজিক ও মানসিক আচরণ, বংশবৃদ্ধি, যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক স্থিতি সহ আরো বহুবিষয় পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে যুক্ত থাকে। যদিও এই কাঠামোর গতিশীলতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসে ভারতবর্ষের প্রচলিত কাঠামোর বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামীণ এলাকার বর্ধিত পরিবারগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আবার বহু পরিবার সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিউক্লিয়ার বা পারমানবিক পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। শহুরে এলাকায় এই জাতীয় পরিবারের আধিক্য এই একবিংশ শতাব্দীতে যেন কিছুটা অনিবার্য। বর্ধিত পরিবার ও ছোট পরিবারের বৈষম্য ক্রমশ সদস্যদের মানসিক সংগঠনকে প্রভাবিত করে। বিবাহ ও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, নগরায়ণ, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধি, আর্থিক প্রয়োজনীয়তা, প্রযুক্তির উন্নতি সহ একাধিক কারণ এর মূলে রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এই আলোচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

অঙ্গ হিসেবে নগরায়ণ (Urbanization) শব্দটির উল্লেখ করেছেন। সাধারণত বিভিন্ন কারণে গ্রামীণ এলাকা ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগরায়ণ বলে। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে শহরে পদার্পণ কিম্বা শহরাঞ্চলের এলাকা বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক বিষয়। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে নগরায়ণের এই প্রক্রিয়াটি সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। গ্রামগুলির শহরে পরিণত হওয়ার ইতিহাস আজ যেন কোন রূপকথার গল্প নয়। সমালোচক তাঁর একটি লেখায় জানিয়েছেন -

> "অর্থাৎ কৃষিপ্রধান যে ভারতবর্ষ মূলত গ্রামে বাস করে সাতের দশক থেকে সেই গ্রামের চেনা চেহারাটা বদলে গেল। শহুরে বিনোদনের উপকরণ বিদ্যুতায়নের দৌলতে গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ে একদিকে যেমন তার সারল্যকে কৃত্রিমতার মুখোশ পরিয়ে দিল, অন্যদিকে মৃত্তিকালগ্ন সংস্কৃতিকেও আর অবিমিশ্র থাকতে দিল না। 'ছায়া সুনিবিড়' গ্রামগুলি হয়তো সেভাবে কোনদিনই 'শান্তির নীড়' ছিল না। এখন আরো নেই, শহর এখন বাড়তে বাড়তে গ্রামের সীমানা ছুঁয়ে ফেলেছে..."[১]

জাতীয় আদমশুমারির তথ্য আমাদের জানিয়েছে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শহরাঞ্চলের কলেবর। পশ্চিমবঙ্গে এই বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের থেকেও কিছুটা বেশি। বলা বাহুল্য, এই ক্রম-প্রসারণ শহরে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়িত। জীবন ও জীবিকার তাগিদে মানুষ শহরে এসে ভিড় করছে, পরিবার পরিকল্পনা করছে। নগরভূমিতেই গড়ে উঠছে বিচিত্ররূপী পারিবারিক কাঠামো। বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকরা নগরজীবনের এই পরিবারগুলির উপর সচেতন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরোপ করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক আঁচড়ে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের ক্যানভাসে। স্বাধীনতা উত্তর সত্তর দশক পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এক বিশেষ ক্রান্তিকাল। নগরভূমিতে এই সময় দেখা দিয়েছিল একধরনের সার্বিক অস্থিরতা, যা নগরের পরিবার এবং তার কাঠামোকে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে সমকালে রচিত তিনটি উপন্যাস নির্বাচন করে আমরা সমগ্র বিষয়টিকে বুঝে নিতে সচেষ্ট হতে পারি। এই তিনটে উপন্যাস হল – ১. তপোবিজয় ঘোষের লেখা 'সামনে লড়াই' (১৯৭১), ২. মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), এবং ৩. মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'ন হন্যতে' (১৯৭৪)।

সামনে লড়াই উপন্যাসটি রাজনীতির ক্যানভাসে রচিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমকালীন উত্তাল পরিস্থিতি এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমিকে আরো সুদৃঢ় করেছে। আমরা জানি, স্বাধীনতা উত্তর ষাট-সত্তর দশকের বাংলা এক প্রবল অনিশ্চয়তার প্রহর গুনছিল। সমালোচক সেলিম বক্স মণ্ডল এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন –

> "আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নানা বৈপরীত্যময় ঘটনারাজীর সমাবেশে ষাট-সত্তরের দশক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ রক্তপাতহীন দ্বিধা বিভক্ত স্বাধীনতার স্বাদ অনেকের কাছে 'ঝুটা' মনে হল। 'উদ্বাস্তু' জনজোয়ারে বাংলা টালমাটাল। খাদ্যসঙ্কট তীব্র। এরই পাশাপাশি ছিল নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ দিয়ে যে ষাটের দশকের সূচনা হয়েছিল, সেই দশকেই এগিয়ে গিয়ে দেখল দ্বিধা ত্রিধা বিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, দেখল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন।"[২]

যুগ ও জীবনের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে উপন্যাসের আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উপন্যাসিক। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ত্রিদিবশঙ্করের জমিদারী অত্যাচারের বিভীষিকায় প্রজাদের জীবন তছনছ করে দিয়েছিল। তারই সুযোগ্য পুত্র মণিশঙ্কর। পিতার জমিদারিতে পরপর দুটি গুলিতে দুজন নিরীহ কৃষককে গুলি করে যার উত্থান ঘটে। তবে, পিতার মতো তিনি গ্রামীণ ভূমিতে আটকে থাকেননি। বদলে যাওয়া যুগ পরিস্থিতিকে ধরতে পেরেছিলেন বলেই গ্রামের জমিদারী ছেড়ে শহরে বসত স্থাপন করেন, ফ্লাওয়ার মিল ও ফ্যাক্টরি চালু করেন। রাজনীতির ময়দানে পা রেখে অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। শাসনক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। জীবননীতির প্রতিটি পাঠ একজন ব্যক্তিমানুষ তার পরিবার থেকেই গ্রহণ করেন। মণিশঙ্করের পুত্র জয়শঙ্করের পরিবার বলতে শুধু তার পিতা। পিতার প্রতি রয়েছে তার অসম্ভব শ্রদ্ধা-ভক্তি। পিতার মতো তিনিও এই কায়েমি শাসন ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 411 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পিতা পুত্রের এই শোষণের ইতিহাস মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয় নায়ক তমালের হাত দিয়ে। বিপ্লবী নেতা রূপে তমাল এদের স্বৈরাচারী মুখোশ খুলে দিতে তৎপর হয়। ফলে অনিবার্য ভাবে তার উপর নেমে আসে মৃত্যুর আঘাত। উপন্যাসে তমালের পারিবারিক ছবির ইতিহাস দীর্ঘ করেননি লেখক। জগতবল্লভের স্মৃতিকথায় জানা যায়, তেভাগা আন্দোলনের সময় জমিদারের লাঠিয়ালদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হয় তমালের বাবা মা। অনাথ তমাল আর তার ভাই আশ্রয় পায় জগতবল্লভের কাছে। জন্ম না দিলেও পালক পিতা হিসেবে জগতবল্লভ তাদের সন্তানসম লালন - পালন করেছেন।

উপন্যাসটির আখ্যানে অলকেশের পারিবারিক কাঠামোর ওপর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবার রূপে অলকেশের পরিবারকে এখানে দেখানো হয়েছে। অলকেশের বাবা সরকারি অফিসের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। স্ত্রী-পুত্র এবং কন্যা নন্দিতাকে নিয়ে তার কষ্টের সংসার। সরকারি অনুগ্রহে পালিত এই মানুষটি নির্ঝঞ্ঝাট, ভীতু চরিত্রের। একজন সচেতন বাবা হিসেবে তিনি স্বপ্ন দেখেন ছেলেকে মানুষ করার, কন্যাকে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করার। কিন্তু এই ভাড়াবাড়ির পারিবারিক কাঠামোতে অশান্তির কালো মেঘ নামিয়ে আনে সত্তরের রাজনীতি। তমালের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে অলকেশ ও নন্দিতা রাজনীতির বৃত্তে জড়িয়ে পড়েছে। বাবার সঙ্গে শুরু হয়েছে তাদের মতভেদ। আতঙ্কিত বাবা অলকেশকে বুঝিয়েছেন -

> “একবার পুলিশের খাতায় নাম ধরে গেলে তোর এত লেখাপড়ার দাম কি থাকবে? আমার এত কষ্ট, এত টাকাপয়সা সব জলে ফেলা।”[৩]

নাগরিক সমাজে মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়েছে এই পরিবার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) ‘শুধু কেরানী’ গল্পের মতোই নগরজীবনের মধ্যবিত্ত পারিবারিক সংকটকে নির্মম বাস্তবতা দিতে পেরেছেন লেখক।

পারিবারিক কাঠামোর এই বিপর্যয়ের ইতিহাস আমরা মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসেও আবিষ্কার করতে পারি। স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। সমাজ ও জীবনের নানান ক্ষেত্র, রাজনৈতিক সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি, জনজাতি-উপজাতি-আদিবাসীদের লড়াই ও গৌরবগাথা, মানবিক মূল্যবোধ, নারীভুবনের চিত্র অঙ্কনে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের প্রভাব থেকে বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিকরা রক্ষা পাননি। নানা বৈচিত্র্যে তাঁরা কলমের ভাষায় এই আন্দোলনকে পাঠক দরবারে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্বর্ণ মিত্র, অসীম রায়, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈবাল মিত্র, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখদের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীও এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় জানিয়েছিলেন -

> “আমি দীর্ঘদিনের পেশাদারি লেখক, বাজার চলতি পত্র-পত্রিকাই আমার লেখার জায়গা। সত্তরের আন্দোলন নিয়ে যদি লিখে থাকি, তা লেখা আমার পক্ষে ছিল (যা লেখা আজও আমার কাছে আছে) লেখক হিসাবে আমার প্রাথমিক কর্তব্য। এইটুকু না করলে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী হয়ে থাকতে হত।”[৪]

তাঁর লেখা ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসটির আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে সুজাতার চারবেলার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকথা দিয়ে। সুজাতার পুত্র ব্রতী পুলিশের গুলিতে নিহত এক হাজার চুরাশিতম লাশ। পুত্রহারা যন্ত্রণায় কাতর সুজাতার চেতনা প্রবাহের অলিন্দে এরপরে ধরা পড়ে তাঁর নিজস্ব পরিবারের আসল রূপ। স্বামী দিব্যনাথ চ্যাটার্জি নাগরিক বিত্তবান, অর্থলোলুপ আর একই সঙ্গে চরিত্রভ্রষ্ট। পুত্রের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতে চান না বলেই মৃত্যুর পরে পুলিশের সঙ্গে রফা করেন, সুজাতাকে না জানিয়ে পুত্রের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর দিন বাড়িতে ছোট মেয়ের আংটিবদলের অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, ছেলেমেয়েদের অত্যাধুনিক করতে চেয়ে উচ্ছন্নে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করেন। সুজাতা এই অভিজাত পরিবারে সবসময় নিজেকে অসহায়, নিপীড়িত আর বিপন্ন বলে মনে করেছে। ব্রতী ছিল এই সবকিছুর থেকে আলাদা। বিত্তবান পিতার ছেলে হয়ে সে অধপাতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 411 - 415
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না গিয়ে বিপ্লবের পথে হেঁটেছে। পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে সে শ্রেণিশত্রুদের কাছে আত্মহননের বিপ্লব নিয়ে গেছে। ব্রতীর এই পারিবারিক কাঠামো থেকে সরে যাওয়ার সংকটটি সুজাতা উপলব্ধি করতে পেরেছে -

> "ব্রতী যদি জ্যোতির মতো প্রচুর মদ খেত, নীপার বরের মতো মাতলামি করত, ব্রতীর বাবা যেমন সেদিনও এক টাইপিস্ট মেয়েকে নিয়ে ঢলাঢলি করেছে, তাই করত, ঝানু জোচ্চর হত টোনি কাপাডিয়ার মত, দুশ্চরিত্র হত ওর দিদি নীপার মত, যে এক পিসতুত দেওরের সঙ্গে প্রায় বসবাস করে; তাহলে ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না।"[৫]

নাগরিক অভিজাত জীবনে পারিবারিক কাঠামোর এই ইতিহাস আসলে পরিবারের সদস্যদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৮৯) রচিত 'ন হন্যতে' উপন্যাসেও আমরা বিষয়টি লক্ষ করেছি।

আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে রচিত এই উপন্যাসে লেখিকা অমৃতার পরিবারকে তুলে ধরেছেন। সেই উপন্যাসের নায়িকা। নিজের বেয়াল্লিশ বছরের সুখি দাম্পত্য জীবনে ঝড় নিয়ে এসেছে মিরচা ইউক্লিডের স্মৃতি। অমৃতার স্মৃতি বেদনায় উপন্যাসটি যেন পাঠককে চুম্বকের মতো টেনে রাখে আখ্যানে। অমৃতার বাবার নাম সুরেন্দ্রনাথ। কলকাতার ভবানীপুরের এই নামকরা পণ্ডিত নিজের পরিবারের সর্বেসর্বা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজে যেমন – আধুনিক, পরিবারের বাকি সদস্যদের কাছেও সেটাই আশা রাখেন। সেই ভাবেই পরিবারের প্রতিপালন করেন। নিজের বাড়িতে আধুনিক শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর কোনো বাধা নেই। পাড়া প্রতিবেশীদের ফিসফাস উপেক্ষা করেই স্ত্রীকে ফরাসি শেখান, মেয়েকে রোমানিয়ার অধিবাসী মিরচার সঙ্গে একসঙ্গে সময় কাটাতে বলেন। সমগ্র বিষয়টাকে তিনি বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিতে পরিচালনা করেন। নাগরিক সমাজের তথাকথিত 'এলিট' ক্লাসের অন্তর্গত হয়েই তাঁর পারিবারিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান সুরেন্দ্রনাথ। তিনি বলেন –

> "ভারতে এখন সর্বত্র রেভলিউশন হচ্ছে। পিকেটিং আর কাঁদুনে গ্যাসেই কি একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু? এই যে তুমি আমাদের বাড়িতে আছ, এটাই তো একটা রেভলিউশন – আমার বাবার বাড়িতে কি থাকতে পারতে? তাহলে আমার স্ত্রী তোমার সামনে মুখ ঢেকে বেরোত, আর এই অমৃতা, ছেলেদের কলেজে গিয়ে কবিতা পড়ে, কখনো হতে পারত? তোমার বাসন আলাদা হত, তুমি ছুঁয়ে দিলে ভাত ফেলা হত – সে এক ব্যাপার।"[৬]

এই পরিবারে বিপর্যয়ের সূচনা মিরচা ও অমৃতার গোপন সম্পর্ক জানাজানি হওয়ার পরে। অমৃতার মা বিদেশি ছেলেকে মেনে নিতে পারেননি। বাবা সংস্কারবশত সমগ্র বিষয়টির ক্ষতিকারক দিক বিবেচনা করে মিরচাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অমৃতা গভীর দুঃখে পরিবারের মানুষগুলো থেকে মানসিক দূরত্ব তৈরি করেছে। আমরা আরো দেখতে পাই, কাকা-কাকিমার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারের যে ঐতিহ্য চলে আসছিল এতদিন, তাও ভেঙ্গে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। পারিবারিক কাঠামোর সাদা খাতায় পড়েছে বিচ্ছিন্নতার কালো কালি।

উপন্যাসের চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ওঠা এই নাগরিক চরিত্রগুলিকে নগরের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন লেখকরা। যে নগরে তারা মরণপণ সংগ্রাম করে, বেঁচে থাকার আশ্রয় গড়ে তোলে, তার কথা ও কাহিনিকে উপন্যাসের মধ্যে জীবন্ত করতে চেয়েছেন তারা। আসলে নাগরিক জীবন কোথায় যেন এই বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়েই তৈরি। পরিবারের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে চরিত্রদের যে মানসিক আচরণ সম্ভব ছিল, তা যেন বড়ই অমিল এখানে। শহুরে জীবনে বসবাসের ফলে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ থাকছে, নৈকট্য আসছে না। নিজের রক্তের সম্পর্কেও ঘটে চলেছে দূরত্বের জারণ-বিজারণ। নাগরিক জীবনের এই পাল্টে যাওয়া পারিবারিক কাঠামোর ইতিহাসকে বাংলা ভাষার কথাকারেরা বাঙময় করে তুলেছেন নানান উপন্যাসে।

Reference:

১. পাল, শ্রাবণী, *পরিবর্তনশীল গ্রামসমাজ ও বাংলা উপন্যাস,* কালের বিবর্তনে দুই বাংলার উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭, সম্পাদনা, সুব্রতকুমার পাল, প্রকাশক, শ্রী ভারতী প্রেস, ৮১/৩ এ রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা – ৭০০০৪৭

২. মণ্ডল, সেলিম বক্স, *ষাট-সত্তরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি,* এবং প্রান্তিক, সম্পাদনা, আশিস রায়, ৮ম বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা, ৩১ মে ২০২১, প্রকাশক, আশিস রায়, সারদাপল্লী, কলকাতা - ৭০০০১২

৩. ঘোষ, তপোবিজয়, *সামনে লড়াই,* নবজাতক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, প্রকাশক, মজাহারুল ইসলাম, এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা - ১২ পৃ. ১০১

৪. দেবী, মহাশ্বেতা, *সত্তরের দশক ও তারপরে,* সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড), ৩য় মুদ্রণ, ২০১০, সম্পাদনা, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ, ২য় নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ৪৮-৪৯

৫. দেবী, মহাশ্বেতা, *হাজার চুরাশির মা,* চতুবিংশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০২২, করুণা প্রকাশনী, প্রকাশক, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ৩০

৬. দেবী, মৈত্রেয়ী, *ন হন্যতে,* প্রাইমা পাবলিকেশন, ঊনত্রিংশ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০২১, প্রকাশক, উপমা সেনগুপ্তা, সুকান্ত দাশগুপ্ত, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৭, পৃ. ৩০

Bibliography:

দে, নাড়ুগোপাল ও মুখার্জি, সোনালি (সম্পাদিত), *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্য,* অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০২৪, প্রকাশক, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা - ৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : মননে ও সৃজনে,* পুস্তক বিপণী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, প্রকাশক, অনুপকুমার মাহিন্দার, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯

চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় উপন্যাসে কলকাতা : সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ (১৮৫৭-১৯৭১),* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, প্রজাতন্ত্র দিবস, জানুয়ারি, ২০০৮, প্রকাশক, দেবাশিস ভট্টাচার্য, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০০৯

গুহ, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *নগরোন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়,* সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০১৯, প্রকাশক, অর্চনা দাস ও সুব্রত দাস, ১২/এ, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা – ৭০০০০৬

মুখোপাধ্যায়, সুবিকাশ, *নগরায়ন প্রক্রিয়ার উপাদান ও পরিমাপ-সূচক একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ,* বাংলার শহর : ঔপনিবেশিক পর্ব, সম্পাদনা - শেখর ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী, আশাদীপ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২০, প্রকাশক, অনিরুদ্ধ মণ্ডল, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯

K, SIDDHARTHA & S. BANERJEE. *CITIES, URBANISATION & URBAN SYSTEMS (SETTLEMENT GEOGRAPHY).* KITAB MAHAL. NEW EDITION, 2016. 22-A, SAROJINI NAIDU MARG, ALLAHABAD – 211001. ISBN, 978-81-225-0817-8